প্রথম আলো

তারিখ ..... 3 JAN 2012 ..
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ......

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অনশন-অবস্থান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসব কথার মধ্য থেকেই হয়তো কোনো কথায় ইউজিসি চেয়ারম্যান আমাকে ভুল বুঝেছেন। এ ছাড়া নবীনবরণ অনুষ্ঠানে কারা কমান্ডো স্টাইলে কয়েকটি ছেলেকে মঞ্চে পাঠিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ইউজিসি চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছে, তা সবাই জানেন। আমি দলাদলি করে এত নিচে নামতে পারব না। এর চেয়ে সসম্মানে পদত্যাগ করব।'

উপাচার্যের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছাদিকুর রহমান চৌধুরী উপাচার্যকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইউজিসি চেয়ারম্যানের মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তি এ রকম মন্তব্য করে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারকে অপমান করেছেন। আমরাও এর নিন্দা জানাচ্ছি।'

গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান চলাকালে হঠাৎ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মঞ্চে উঠে পড়েন। তাঁরা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষার্থী' ব্যানারে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইউজিসি চেয়ারম্যান বরাবর উপাচার্যের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে স্মারকলিপি পেশ করেন। পরে ইউজিসি চেয়ারম্যান বক্তৃতায় উপাচার্যকে 'মিথ্যাবাদী'সহ বিভিন্ন ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করেন।

ইউজিসি চেয়ারম্যানের শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ। সংগঠনের সভাপতি জুনায়েদ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বী চৌধুরী এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ইউজিসি চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুক্তিযোদ্ধা মো. সালেহ উদ্দিনের সঙ্গে শিষ্টাচারবহির্ভূত ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে এক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। শিগগিরই তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

ইউজিসির চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী গত রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'উপাচার্যকে নিয়ে আমি আপত্তিকর কোনো মন্তব্য করিনি। একদল ছাত্র মঞ্চে উঠে উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কিছু অভিযোগ তুলে স্মারকলিপি দেন। এতে উপাচার্য বিব্রত হন। ইউজিসি প্রয়োজনীয় অনুদান দিচ্ছে না, পদ অনুমোদন করছে না মর্মে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপাচার্য। এর জবাবে ইউজিসির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি সম্প্রতি ৩৪টি পদ অনুমোদন করা, বিশেষ অনুদান দেওয়ার কথা তুলে ধরি।' ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, গতকালও (সোমবার) ফোনে উপাচার্যের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। এখানে ভুল বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ নেই।

ইউজিসি চেয়ারম্যানের আপত্তিকর মন্তব্য

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অনশন-অবস্থান

সিলেট ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. সালেহ উদ্দিনকে নিয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান আপত্তিকর মন্তব্য করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতীকী অনশন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসব কর্মসূচি পালন করা হয়।

গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জড়ো হতে থাকেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা তাঁরা সেখানে অবস্থান নিয়ে প্রতীকী অনশন পালন করেন। এ সময় অর্থনীতি বিভাগের প্রধান সৈয়দ হাসানুজ্জামান বক্তব্য দেন।

বক্তব্যে হাসানুজ্জামান বলেন, 'প্রায় দেড় হাজার নবীন শিক্ষার্থী, তাঁদের অভিভাবকসহ বাইরের অতিথিদের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে উদ্দেশ করে অপমানসূচক বক্তব্য দিয়েছেন, যা কোনোভাবেই আমাদের প্রাপ্য নয়। বিষয়টির সুরাহা না হলে আমরা অবস্থান কর্মসূচিসহ আমরণ অনশনের মতো কর্মসূচি চালিয়ে যাব।'

বেলা সোয়া দুইটার দিকে উপাচার্য মো. সালেহ উদ্দিন ও কোষাধ্যক্ষ মো. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস তাঁদের কার্যালয় থেকে বের হয়ে এসে অবস্থানরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন।

এ সময় উপাচার্য বলেন, 'নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় ইউজিসি চেয়ারম্যানের বরাবর তুলে ধরেছি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২